পি·আর·
প্রোডাকসন্সের
নিবেদন
শরৎচন্দ্রের
অরক্ষণীয়া
DEY STUDIO
25-6-48

পর্দ্দার উপরে

অতুল	রবীন মজুমদার
জ্ঞানদা	সন্ধ্যারাণী
প্রিয়নাথ	ভুজঙ্গ রায়
দুর্গা	সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়
স্বর্ণ	প্রভা
অনাথ	ইন্দু মুখোপাধ্যায়
ছোট বৌ	মীরা দত্ত
মাধুরী	নীলিমা দাস
সরোজ	বাণীব্রত মুখোপাধ্যায়
ছোটবৌয়ের ছেলে	শম্ভু
,, ছোট মেয়ে	শিখা
সৌরভী ঝি	উষা
বেহারী	অজিত মিত্র
নীলুখুড়ো	আদল চট্টোপাধ্যায়
অতুলের মা	রাণীবালা
গিরিশ ভট্টাচার্য্য	বিনয় মুখোপাধ্যায়
শম্ভু	শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
ভামিনী (পোড়াকাঠ)	নিভাননা
নবীন	নবদ্বীপ হালদার
গিরিশের ভাগ্নে	হরপ্রসাদ
ডাক্তার	অমর চৌধুরী

— অরক্ষণীয়া —

কত লোকের মেয়ে হয়, কিন্তু আমি পেটে ধরেছিলাম মেয়ে ত নয়, যেন 'কাল পেঁচা'—বড় দুঃখে মায়ের মুখ দিয়ে এই কথা বেরিয়ে আসে।

তার উপর বাপ তিরিশ টাকার কেরাণী। মেয়ের বাড়ন্ত গড়ন বয়সের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। গাঁয়ের লোক বিয়ের কথা পেড়ে দুর্ভাবনা দেয় বাড়িয়ে! অপরাধিনীর মত জ্ঞানদা নীরবে সহ্য করে সব! অতুল গাঁয়ের বড় লোকের ছেলে। কলকাতার কলেজে পড়ে। গ্রাম্য সম্পর্কেই সে জ্ঞানদার—অতুলদা। সেই অতুলদার কঠিন পীড়া। সে যুগে সাবিত্রী সত্যবানের প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিলেন। আর এ যুগের কিশোরী জ্ঞানদা তার অক্লান্ত সেবা-যত্নের দ্বারা তার অতুলদার জীবন রক্ষা করেছিল যমের হাত থেকে। এর প্রতিদানের কথা যেন কোন দিন অতুল ভুলে না যায়—এই ছিল অতুলের মায়ের আশীর্বাণী।

* * *

হাওয়া বদ্‌লাতে অতুল যায় বিদেশে। ফিরে এল জীবন-দায়িনীর কাছে এক জোড়া কাঁচের কাঁকন নিয়ে। নিজের হাতেই অতুল পরিয়ে দেয় সেই কাঁকন জ্ঞানদার হাতে। শ্রদ্ধায় জ্ঞানদার শির নুয়ে পড়ে অতুলের পায়ে। অতুল তাকে স্থান দেয় নিজের বুকে। কালো মেয়ের মুখের উপর ফুটে ওঠে আলোর রেখা—অন্তরে জেগে ওঠে আশার আলো!

* * *

আবার ঘনিয়ে আসে দুর্দ্দিন। দুঃখ-দুর্ভাবনা প্রপীড়িত বাপের মরণকাল উপস্থিত। ছুটে আসে অতুল। জ্ঞানদার ভার সে-ই নিলে—এই আশার বাণী শুনিয়ে মুমূর্ষুর মৃত্যুকে দেয় সহজ করে!

ঞ্চ ঞ্চ ঞ্চ

স্বামীর মৃত্যুতে দুর্গামণিকে হ'তে হ'ল দেওরের সংসারে রাঁধুনি। মা ও মেয়ের দুটো পেট কোন রকমে চলে যায় এই দাসীবৃত্তি করে। লাঞ্ছনা-গঞ্জনাটা উপরি পাওনা। হতভাগিনীদের কপালে এ সুখও সইল না। বিধবা নিঃসন্তান বড়-জা'র চক্রান্তে বিদায় নিতে হ'ল দুর্গামণির। মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে পড়েন বহুদিন বিস্মৃত বাপের বাড়ীর পথে। হরিপাল বাপের বাড়ী—ম্যালেরিয়ার ডিপো। ভাই-এর সংসারে অনাহূত আগন্তুকের মতই অভ্যর্থনা মেলে।

ঞ্চ ঞ্চ ঞ্চ

মায়ের পেটের ভাই হঠাৎ বোনের উপর দরদী হ'য়ে ভাগনির বিয়ের বন্দোবস্ত করে ফেলেন। পাত্রটী তাঁর নিজের শ্যালক, বিপত্নীক, গণ্ডাখানেক ছেলের বাপ। তাই ডাগর মেয়ে চাই! পাত্রী দেখে পাত্রেরও বেশ পছন্দ হ'ল। বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে পারলে শ্যালকের দেনা-মুক্ত হওয়ার সুবর্ণ-সুযোগ। কিন্তু ভাই-বৌটী—পোড়াকাঠ! নিজের ভাই-এর গুণের কথা ফাঁস করে সে যাত্রা জ্ঞানদাকে তিনিই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। বাইরে তিনি পোড়াকাঠ, কিন্তু অন্তরে যে তাঁর স্নেহ-মন্দাকিনীর ধারা প্রবাহিত—কে তার সন্ধান রাখে?

ঞ্চ ঞ্চ ঞ্চ

বিপদের উপর বিপদ। মা ও মেয়ে ম্যালেরিয়ার কবলে পড়েন। সংবাদ দেন অতুলকে চিঠি লিখে। চিঠির পর চিঠি। কোন উত্তর আসে না। অধীর প্রতীক্ষায় দিন কাটে মা ও মেয়ের। শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হ'তে হয় চিঠির আশায়। আশঙ্কা জেগে ওঠে—অতুল তবে কি অসুস্থ? সে যে নিজের মুখে কথা দিয়েছিল—? আশা কুহকিনী!

ঞ ঞ ঞ

বড়লোকের ছেলে তাতে আবার কলেজে পড়ে ক'লকাতায় থেকে, এ হেন অতুলের জ্ঞানদাকে ভুলতে ক'দিন লাগে? জ্ঞানদার খুড়তুত বোন মাধুরীকে নিয়েই সে এখন ব্যস্ত? অবশ্য জ্ঞানদার জ্যাঠাইমার প্রচেষ্টাই তার মূল কারণ!

ঞ ঞ ঞ

জ্ঞানদার শ্যামলিমা ঢাকা পড়ে যায় মাধুরীর ঝল্‌কানিতে! প্রতিজ্ঞা, কর্ত্তব্য সবই মুছে যায় অতুলের স্মৃতিপট থেকে। মোহ-কামনার বিষ-নিঃশ্বাসে পবিত্র প্রেমের হবে অপমৃত্যু? কিন্তু তাও কি কখনও হয়? হীরে ফেলে কাঁচ আঁচলে বাঁধবার মনস্তাপ যে আস্‌তেই হবে! একদিকে সমাজ, বড়লোক, আর মোহ,—অন্যদিকে সত্য, গরীব ও প্রেম—এর বিচার হবে রূপালী পর্দ্দায়—আর আপনারাই হলেন এর বিচারক!

ঞ ঞ ঞ

মাধুরীর গান—

দোলে দোলে দোলে
এ কোন্ দোলায় হৃদয় দোলে
মন কোন্ সুদূরে যায় গো চ'লে।
শ্যামল কুঞ্জবনে
মধুর গুঞ্জরণে
ঐ ভ্রমর বঁধু পথ যে ভোলে।
ফুলের গন্ধ জাগে
হাওয়ায় ছন্দ লাগে,
আজ থাক' কাছে
আমায় ডাক' কাছে
সেই গোপন কথা বলবে ব'লে।

দোলের গান—

চারু চূড়া বাঁধা চাঁচর চিকুরে
অধরে মুরলী বাঁকা।
কিবা শাঙন জলদ জিনিয়া অঙ্গ
রঙীন বসনে ঢাকা।

গোকুলে রাধার প্রেম মুকুলে শুকায় গো,
এত আলো দিয়ে চাঁদ আঁধারে লুকায় গো।
রাধা নামে সাধা সুরে বাজেনা বাঁশরী,
সে-নাম বুঝিবা শ্যাম গিয়াছে পাসরি।
বহেনা তো আর মধুর মলয়া
ফুলের সুরভি মাখা॥

পি, আর, প্রোডাক্‌সন্সের নিবেদন

অরক্ষণীয়া

—শরৎচন্দ্রের অমর আলেখ্য অবলম্বনে—

পর্দ্দার অন্তরালে

প্রযোজনায়	পি, এন্, রায়
চিত্রশিল্পে	সুহৃদ ঘোষ
শব্দধারণে	পান্না লাডিয়া, জগদীশ বসু
সঙ্গীত-পরিচালনায়	জ্ঞান ঘোষ
শিল্প-নির্দ্দেশে	বীরেন নাগ
গীত-রচনায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সম্পাদনায়	সন্তোষ গাঙ্গুলী
রসায়নকার্য্যে	শৈলেন ঘোষাল
তত্ত্বাবধানে	অমিতাভ রায়
স্থিরচিত্রশিল্পে	সত্য সান্যাল
রূপসজ্জায়	প্রাণানন্দ গোস্বামী
যন্ত্রসঙ্গীতে	ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
চিত্রনাট্য ও পরিচালনায়	**পশুপতি চট্টোপাধ্যায়**

সহকারিগণ

পরিচালনায়	প্রতুল ঘোষ, ধীরেন শীল, হীরেন নাগ, অজিত মিত্র, বিজয় গুপ্তশর্ম্মা
চিত্রশিল্পে	অজয় মিত্র, শান্তি গুহ, বিজয় দে
শব্দধারণে	সিদ্ধি নাগ, মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক
সঙ্গীত-পরিচালনায়	সতীপ্রসন্ন মজুমদার
শিল্প-নির্দ্দেশে	শিবপদ ভৌমিক, সুনীল সরকার
সম্পাদনায়	নীরেন চক্রবর্ত্তী, প্রণব মুখার্জ্জী
রসায়নকার্য্যে	অবনী রায়, বিজন রায়, বাদল দাস, সুশীল গাঙ্গুলী, কমল দাস
তড়িৎ নিয়ন্ত্রণে	প্রমোদ, তিনকড়ি
তত্ত্বাবধানে	মণিময় দাসগুপ্ত, কেষ্ট বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত

প্রতীক্ষায় থাকিবার মতো কয়েকটি আগামী সুচিত্র !

এম, পি, প্রোডাকসন্সের—

অনির্ব্বাণ

পরিচালনা—সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়
সুরসৃষ্টি—রবীন চট্টোপাধ্যায়
ভূমিকায়—কানন, ছায়া, ছবি বিশ্বাস,
জহর, নরেশ মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র দে।

নিউ থিয়েটার্সের—

অঞ্জনগড়

সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' অবলম্বনে
পরিচালনা—বিমল রায়
ভূমিকায়—সুনন্দা, দেবী মুখোপাধ্যায় ।

ডি ল্যুক্স পিকচার্সের—

সমর্পণ

পরিচালনা—নির্ম্মল তালুকদার
সুরসৃষ্টি—রবীন চট্টোপাধ্যায়
ভূমিকায়—অনুভা গুপ্তা, জহর, মিহির,
নরেশ মিত্র, কমল মিত্র।

রাজকুমার ব্রজেন্দ্র নারায়ণ ও
সৌরেন্দ্র প্রতাপ সিংহদেবের প্রযোজনায়
চিত্রবাণীর—

মহাকাল

শ্রীনীরেন লাহিড়ীর তত্ত্বাবধানে গৃহীত—
পরিচালনা—ধীরেশ ঘোষ
সঙ্গীত—গোপেন মল্লিক
ভূমিকায়—নীলিমা, শ্যাম লাহা, নীতিশ মুখোপাধ্যায় ।

একমাত্র পরিবেশক—

ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর্স
৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটর্সের পক্ষ হইতে
শ্রীরণেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও গ্ল্যাসগো
প্রিণ্টিং কোং, হাওড়া কর্ত্তৃক মুদ্রিত।